তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ৭২৬

**বই পড়ার মাধ্যমে মানুষের কল্পনা জগৎ প্রশস্ত হয়**

**-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি):

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, বই পড়ার মাধ্যমে মানুষের কল্পনা জগৎ প্রশস্ত হয়। তিনি বলেন, ভবিষ্যৎ তরুণ প্রজন্মকে অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল প্রজম্ম হিসেবে গড়ে তুলতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার কোনো বিকল্প নেই।

প্রতিমন্ত্রী আজ একুশে বই মেলায় এশরার লতিফ এর ইতিহাস-আশ্রিত ডকুফিকশন নক্ষত্র-নুপুর বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী প্রযুক্তি মাধ্যমে সময় কাটানোর অনেক মাধ্যম বা সুযোগ থাকলেও বই পড়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বিদেশি ভাষা বা সংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে প্রযুক্তি ব্যবহারকারীদের প্রভাবিত না হওয়ার পরামর্শ দেন। বাংলা দিয়ে আমরা যেন বিশ্বের প্রযুক্তিকে প্রভাবিত করতে পারি সেজন্য ‘প্রযুক্তির উন্নয়ন, বাংলার বিশ্বায়ন’ স্লোগান নিয়ে আইসিটি বিভাগ হতে ১৬টি সফটওয়্যার বা টুলস তৈরি করা হচ্ছে। যাতে বাংলাকে প্রযুক্তি সমৃদ্ধ করা যায় এবং আমরা বিদেশি ভাষা ও সংস্কৃতির আগ্রাসনে যেন প্রভাবিত না হই।

অনুষ্ঠানে উপন্যাসটির লেখক এরশার লতিফ ও অন্য প্রকাশনীর কর্ণধার মাজহারুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

পরে তিনি নক্ষত্র নুপুর বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন।

#

শহিদুল/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ৭২৫

**বাংলাদেশের পণ্য সৌদির ক্রেতাদের আস্থা অর্জনে সক্ষম হবে**

**-- বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি):

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, সৌদি আরব বাংলাদেশের বন্ধুরাষ্ট্র এবং দীর্ঘ দিনের ব্যবসায়িক ও উন্নয়ন সহযোগী। তিন কোটি মানুষের দেশ সৌদি আরব, অধিকন্ত সৌদি আরবের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা অনেক বেশি, যা ১০ কোটি মানুষের সমান। ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য উন্নত উৎপাদন সক্ষমতা, আর বিশ্বমানের পণ্য নিয়ে সৌদি আরবের মতো বিভিন্ন দেশে আমাদের প্রদর্শনী করতে হবে। বাংলাদেশ এখন আধুনিক পদ্ধতিতে বিশ্বমানের যেকোনো পরিমাণ পণ্য তুলনামূলক কম দামে বিশ্ববাজারে সরবরাহ করতে সক্ষম।

সৌদি আরবে সফররত বাণিজ্যমন্ত্রী আজ সৌদি আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী ‘বাংলাদেশ প্রোডাক্ট এক্সিবিশন ২০২৩’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, সৌদি আরবে বাংলাদেশের পণ্যের বেশ চাহিদা রয়েছে, এখানে বাণিজ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। বাংলাদেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সৌদি আরবের সরকার সাহায্য ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান এ এইচ এম আহসানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন রিয়াদে নিয়োজিত অ্যাম্বাসেডর ড. মোহাম্মদ জাভেদ পাটওয়ারী এবং বিজিএমইএ’র প্রেসিডেন্ট ফারুক হাসান।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সৌদি আরবে গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করেছে, যা এর আগের বছরের চেয়ে ১২ ভাগ বেশি। মেলায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক, কটেজ, ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য, লেদার পণ্য নিয়ে বাংলাদেশের ৩০টি প্রতিষ্ঠান ‘বাংলাদেশ প্রোডাক্ট এক্সিবিশন ২০২৩’ এ অংশ গ্রহণ করেছে।

#

বকসী/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭২৪

**আম্মানে বাংলাদেশ দূতাবাসে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত**

আম্মান (জর্ডান), ২২ ফেব্রুয়ারি :

জর্ডানস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে ‘শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী আলোচনা সভা ও বহুভাষিক আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। একুশের সাজে সজ্জিত আম্মানের আল হুসেন কালচারাল সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জর্ডানের শরিফা মিজ হিন্দ নাসের, বিশেষ অতিথি হিসেবে জর্ডানের সিনেটর জামাল আহমেদ আল সারাইরাহ, গেস্ট অভ্‌ অনার হিসেবে দোদি করিম তাব্বাহ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে আম্মানস্থ ডিপ্লোম্যাটিক কোর, জর্ডানের সিনেটর, পার্লামেন্টারিয়ান এবং শরিফা মিজ হিন্দ নাসের আল হুসেন কালচালার সেন্টারের মঞ্চে স্থাপিত অস্থায়ী শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন ও এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।

এর আগে দিবসের কার্যক্রমের প্রথম ভাগে দূতাবাসে রাষ্ট্রদূত নাহিদা সোবহান জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ করেন। এ সময় ইউক্রেন, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই, পানামা, অস্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রদূত-সহ আরো অন্যান্য দেশের কূটনীতিকবৃন্দ, জাতিসংঘ, বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা, জর্ডানের স্থানীয় নাগরিক এবং জর্ডানে বসবাসরত বাংলাদেশ কমিউনিটির প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রদূত নাহিদা সোবহান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে শাহাদৎবরণকারী তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি এবং বায়ান্ন সালের ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, ভাষা আন্দোলনই আমাদের স্বাধীনতার বীজ বপন করেছে। ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালির জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, যা কয়েক দশকের আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম দেয়।

তিনি বলেন, ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিশ্বের সকল মাতৃভাষার প্রতি সম্মান ও স্বীকৃতির দিন। ১৯৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ UNESCO তে প্রস্তাব পেশ করে ২১ ফেব্রুয়ারি দিবসটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণার জন্য এটি আদায় করতে বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিগণের অগ্রণী ভূমিকার কথা তিনি স্মরণ করেন।

বহুভাষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জর্ডানের শরিফা মিজ হিন্দ নাসের বলেন, মাতৃভাষা বাঙালির ভাষার জন্য আত্মত্যাগ শুধু তাদের নিজদের ভাষাই নয় বরং সে সাথে বিশ্বের প্রতিটি ক্ষুদ্র ও আঞ্চলিক ভাষার মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যার ফলে বাংলাদেশের ভাষা শহিদ দিবসটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি লাভ করেছে। তিনি আরো বলেন, ভাষা বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এটি মানুষের অতীত, ঐতিহ্য এবং ভবিষ্যতের সাথে সেতুবন্ধন।

আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া ও ব্রাজিল দূতাবাস-সহ জর্ডান ও নেপালের বিভিন্ন শিল্পীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে জর্ডানের জাতীয় মিউজিক কনজারভেটরির নেতৃত্বে বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে একুশের গান ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি’ গানটি বাংলা ও আরবি ভাষায় পরিবেশন করা হয়।

#

এনায়েত/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭২৩

**বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর সাথে আইএসএ-এর মহাপরিচালকের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি):

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ -এর সাথে ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স (আইএসএ)-এর মহাপরিচালক অজয় মাথুর (Ajay Mathur) আজ ঢাকায় প্রতিমন্ত্রীর বাসভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় সৌরশক্তির প্রসার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

প্রতিমন্ত্রী ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স (আইএসএ)-এর মহাপরিচালককে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। সৌরবিদ্যুতের জন্য প্রযুক্তি সহযোগিতা প্রয়োজন। সৌরচালিত সেচ ব্যবস্থা ব্যাপকহারে বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। ভাসমান সৌর প্রকল্প স্থাপন করতে বিনিয়োগ আবশ্যক। বিমান বন্দরে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপনে এবং রুফটপ সোলারের প্রসারে একসাথে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। রুফটপ সোলারের প্রসারের উদ্দেশ্যে “নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০১৮” প্রণয়ন করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স (আইএসএ)--এর মহাপরিচালক বলেছেন, সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে সৌরশক্তির দ্রুত বিস্তার ঘটবে। নীতি এবং নিয়ন্ত্রক সহায়তার মাধ্যমে সৌরবিদ্যুতে বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা যেতে পারে। এসময় তিনি পাইলট প্রকল্পে অর্থায়নে ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স (আইএসএ)-এর সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে উল্লেখ করেন।

এসময় অন্যান্যের মাঝে এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের প্রধান জ্বালানি বিশেষজ্ঞ জীবন শর্মা আচার্য (Jiwan Sharma Acharya) উপস্থিত ছিলেন।

#

আসলাম/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মোশারফ/লিখন/২০২৩/২০:২৪ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭২২

**শেখ হাসিনার হাতেই দেশের সকল উন্নয়ন হয়েছে**

**--সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী**

নেত্রকোনা,  ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :

সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু বলেছেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর যারা ক্ষমতায় ছিলো তারা দেশের উন্নয়ন করেনি। নিজেদের আখের গুছিয়েছে। শেখ হাসিনার হাতেই দেশের সকল উন্নয়ন হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ নেত্রকোনা সদর উপজেলার কৃষ্ণ গোবিন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে এসব কথা বলেন।

বিদ্যালয়ের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিবা রহমান খান শেফালী এমপি, নেত্রকোনা জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এডভোকেট অসিত কুমার সরকার সজল, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আতাউর রহমান মানিক প্রমুখ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আজ দেশের যে ঈর্ষণীয় উন্নয়ন তা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বের কারণে। প্রতিবেশী দেশসমূহের অর্থনীতি যখন বেসামাল, বাংলাদেশ তখনও প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রেখেছে। তিনি আরো বলেন, সামনের নির্বাচনে যেই নৌকা প্রতীকে নমিনেশন পাবে তার জন্য কাজ করতে হবে। নৌকার বিজয় সুনিশ্চিত করতে হবে।

পরে প্রতিমন্ত্রী ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

#

জাকির/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মোশারফ/লিখন/২০২৩/২০:২৪ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭২১

**পরিবেশ দূষণ বিরোধী অভিযানে ঢাকায় ১০ টি যানবাহন এবং ৬ টি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :

সরকারের পরিবেশ দূষণবিরোধী অভিযান ও পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আজ পরিবেশ দূষণের দায়ে ঢাকায় ১০ টি যানবাহনকে ২২ হাজার টাকা এবং ৬ টি প্রতিষ্ঠানকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়েছে

পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং, ঢাকা মহানগর কার্যালয়, ঢাকা জেলা কার্যালয় ও জেলা প্রশাসন ঢাকা এর উদ্যোগে ঢাকা মহানগরের বসিলা, উত্তরা, হাজারীবাগ ও বাসাবো এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে নির্মাণ সামগ্রী খোলা অবস্থায় রেখে বায়ুদূষণের দায়ে উত্তরা এলাকায় ৩ টি প্রতিষ্ঠান হতে ২৫ হাজার টাকা, বাসাবো এলাকায় ২টি প্রতিষ্ঠান হতে মোট ১৫ হাজার টাকা, হাজারীবাগ এলাকায় ১টি প্রতিষ্ঠান হতে ১০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়।

বসিলা এলাকায় ১০টি যানবাহন হতে ২২ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং ও জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে ঢাকার আশপাশে বায়ুদূষণ বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে।

#

দীপংকর/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মোশারফ/লিখন/২০২৩/১৬৪৪ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭২০

**সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণ ও এর যথাযথ ব্যবহারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার**

**--- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণ ও এর যথাযথ ব্যবহারে বর্তমান সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

আজ কক্সবাজারে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)-এর সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্রের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন শেষে ‘সুনীল অর্থনীতিতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ : গবেষণা অর্জন ও সম্ভাবনা’ শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা জানান।

এ সময় মন্ত্রী বলেন, সমুদ্রে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে আইন করেছিলেন। সেই আইনের ওপর ভিত্তি করে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমুদ্রসীমায় অধিকার অর্জনের কাজ শুরু করেন। সমুদ্রসীমায় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সরকার ছাড়া আর কোনো সরকার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

মন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সেরা কূটনৈতিক নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রায় সমপরিমাণ আয়তনের সমুদ্রসীমা আমরা অর্জন করেছি। সে সমুদ্রসীমায় সম্পদ আহরণ ও তার গুণগত ব্যবহারের মাধ্যমে কীভাবে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে এ বিষয় নিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর-সংস্থা কাজ করছে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণ ও এর যথাযথ ব্যবহার নিয়ে কাজ করছে বিএফআরআই।

মন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার গবেষণায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিচ্ছে, সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে। দেশের সর্বত্র গবেষণা ছড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে মৎস্যসম্পদে আমূল পরিবর্তন এসেছে। মৎস্য উৎপাদনে অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করা সম্ভব হয়েছে। সরকারের সময়োপযোগী ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত ও পৃষ্ঠপোষকতায় এটা সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর প্রায় ৫২ টি দেশে আমাদের মৎস্য রপ্তানি হয়। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, মাছ হবে দ্বিতীয় প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্পদ। মৎস্য রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা ক্রমান্বয়ে সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

মন্ত্রী আরো জানান, আমাদের সমুদ্রে সীউইডসহ যে অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ রয়েছে তার আন্তর্জাতিক চাহিদা রয়েছে। এর ব্যবহার ও বিপণন কীভাবে করা যায় সেটাকে গবেষণার অংশে পরিণত করতে হবে। গবেষণার অর্জন মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজার-৩ আসনের সংসদ সদস্য সাইমুম সরওয়ার কমল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খ. মাহবুবুল হক, কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মুহম্মদ শাহীন ইমরান, কক্সবাজারের পুলিশ সুপার মোঃ মাহফুজুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিএফআরআই-এর মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ।

পরে কক্সবাজার ফিশারি ঘাটে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক কক্সবাজার জেলায় বাস্তবায়নাধীন শুটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন প্রকল্পের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করেন মন্ত্রী।

#

ইফতেখার/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭১৯

**পাকিস্তান দেউলিয়া হয়ে গেছে-এ কথা শোনার পর মির্জা ফখরুল হাসপাতালে চলে গেছে**

**--- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

বিরল (দিনাজপুর), ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশ দেউলিয়া হয় নাই। বিএনপি বাংলাদেশকে শ্রীলংকার মতো বানাতে চেয়েছিল। বিএনপির বন্ধু রাষ্ট্র পাকিস্তান আজকে দেউলিয়া হয়ে গেছে। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছে ‘পাকিস্তান দেউলিয়া হয়ে গেছে।’ পাকিস্তান দেউলিয়া হয়ে গেছে-এ কথা শোনার পর মির্জা ফখরুল হাসপাতালে চলে গেছে। এত বড় বন্ধুরাষ্ট্র দেউলিয়া হয়ে গেল আর কোথায় যাব হাসপাতাল ছাড়া। তিনি হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হয়েছেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের বিরলে মঙ্গলপুর সিনিয়র আলিম মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে মঙ্গলপুর সিনিয়র আলিম মাদ্রাসার নবনির্মিত একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন করেন ও সুধি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আজকে বাংলাদেশকে তারা দেউলিয়া করতে চায়। আওয়ামী লীগ, শেখ হাসিনা দেশের জন্য ও জনগণের জন্য কাজ করে। তা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশকে উদাহরণ হিসেবে তৈরি করছি। নৌকা মার্কায় ভোট দিয়েছিলেন বলে এটা সম্ভব হয়েছে। আজকে যদি বিএনপি ক্ষমতায় থাকত বাংলাদেশও পাকিস্তানের মতো দেউলিয়া হয়ে যেত। আমরা দরিদ্রতা জয় করেছি, মধ্যম আয় থেকে উন্নয়নশীল দেশে গেছি। টার্গেট দিয়েছি ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশের।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মির্জা ফখরুলরা বলেছিল, সরকার করোনা মোকাবিলা করতে পারবে না। অথচ আজ আমরা করোনা মোকাবিলায় বিশ্বের মধ্যে ৫ম স্থানে আছি। বিএনপির এক মন্ত্রী তাদের আমলে উত্তরবঙ্গ, নীলফামারী, দিনাজপুর ও রংপুরের লোকজনকে 'মফিজ' বলে কটাক্ষ করেছিল। বিএনপি বাংলাদেশের মানুষকে নিয়ে কটাক্ষ করেছে। আজকে বাংলাদেশের মানুষ বিএনপিকে 'মফিজ' বানিয়ে দিয়েছে। উত্তরবঙ্গের মানুষ মফিজ হয় নাই। মানুষকে নিয়ে কটাক্ষ করা ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যায় এবং পাপ। তারা মানুষকে ছোট করে কটাক্ষ করে কথা বলেছে। আজ সেই মফিজ এলাকার সৈয়দপুর হতে নিয়মিত আঠার/কুড়িটির অধিক ফ্লাইট দেশের অভ্যন্তরে চলাচল করছে। এ অঞ্চলের উন্নয়ন এখন দৃশ্যমান। যারা কটাক্ষ করেছিল, তারাও এর সুফল ভোগ করছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছাঃ আফছানা কাওছার। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী এস এম শাহীনূর ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র আলহাজ্ব সবুজার সিদ্দিক সাগরসহ সাধারণ সম্পাদক রমাকান্ত রায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী বিরল উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বাদ্যযন্ত্র বিতরণ করেন।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭১৮

**কোনো ষড়যন্ত্রই শেখ হাসিনার অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারবে না**

**--- এনামুল হক শামীম**

শরীয়তপুর, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :

পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দেশি-বিদেশি অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে, যড়যন্ত্র হচ্ছে। তবে কোনো ষড়যন্ত্রই এ উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে থামাতে পারবে না।

আজ শরীয়তপুরের নড়িয়া ও সখিপুরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

উপমন্ত্রী বলেন, এদেশের মানুষের একমাত্র আস্থার প্রতীক বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। তিনি ক্ষমতায় আছেন বলেই দেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে যাচ্ছে। বিএনপি যতই সমাবেশের নামে জনগণকে বিভ্রান্ত করুক কোনো লাভ হবে না, জনগণ বিএনপি’র দুঃশাসনের কথা ভুলে নাই।

উপমন্ত্রী আরো বলেন, আন্দোলনের নামে পেট্রোল বোমা মেরে মানুষ হত্যার কথা ভুলে নাই। ক্ষমতায় থাকতে অর্থ পাচারের কথা ভুলে নাই। হাওয়া ভবনের কথা ভুলে নাই। অপরাজনীতির কারণে জনবিচ্ছিন্ন গণধিকৃত বিএনপি আর কোনো দিন ক্ষমতায় আসবে না।

এনামুল হক শামীম বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার এই ১৪ বছরে বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণকালের উন্নয়ন করেছে। এই সময়ে প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। বারবারই প্রমাণিত হয়েছে জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকলেই দেশের উন্নয়ন হয়। তাই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আওয়ামী লীগকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকেই প্রধানমন্ত্রী করতে হবে। এজন্য সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

এসময় উপমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন ভেদরগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান ও সখিপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব হুমায়ুন কবির মোল্যা, জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান এমএ কাইউম পাইক, ভেদরগঞ্জের ইউএনও আব্দুল্লাহ আল মামুন, নড়িয়ার ইউএনও শেখ রাশেদউজ্জামান, নড়িয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান খোকন প্রমুখ। এসময় স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

গিয়াস/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/১৯০৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭১৭

**জাপানে আম রপ্তানি শুরু হবে শীঘ্রই**

**--কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :

জাপানে আম রপ্তানির কাজ প্রায় চূড়ান্ত ও শীঘ্র আম রপ্তানি শুরু হবে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, বাংলাদেশের আম নিতে জাপানের আগ্রহ রয়েছে। রপ্তানির ক্ষেত্রে জাপানের পূর্বশর্ত পূরণে কাজ চলছে। দুইদেশ একসাথে কাজ করছে। শীঘ্রই জাপানে আম রপ্তানি শুরু হবে। একইসঙ্গে অন্যান্য ফলমূল ও শাকসবজি রপ্তানির সুযোগ তৈরি হবে।

আজ সচিবালয়ে ঢাকায় নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত Iwama Kiminori এর সাথে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

জাপান কৃষিবিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ, বাংলাদেশে কৃষিযন্ত্র তৈরির কারখানা স্থাপন ও কৃষিখাতে সহযোগিতা আরো বাড়াবে বলে জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাপান সফরের সময় এসব বিষয়ে সমঝোতা স্মারক সই হবে।

জাপানের রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনরি বলেন, কৃষিখাতে জাপান-বাংলাদেশের সহযোগিতা আরো বাড়াতে চাই। সেজন্য, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করতে চাচ্ছি যাতে সহযোগিতার অগ্রাধিকার খাতগুলো চিহ্নিত করে সম্পর্ককে আরো শক্তিশালী করা যায়।

পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, খালেদা জিয়ার রাজনীতি করতে বাধা নেই। তিনি জেলে থেকেও দল পরিচালনা করতে পারবেন, বিভিন্ন নির্দেশনা দিতে পারবেন। তবে সাজাপ্রাপ্ত আসামি হিসাবে আইন অনুযায়ী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এক্ষেত্রে বর্তমান নির্বাচনি আইনে যা আছে, তাই মানতে হবে। এখানে সরকার বা নির্বাচন কমিশনসহ কারো কিছু করার নেই।

মন্ত্রী বলেন, সংবিধান অনুযায়ী দেশে নির্বাচন হবে, এর কোনো ব্যত্যয় হবে না। সংবিধানের বাইরে কারো কিছু করার নেই। নির্বাচন পর্যন্ত বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থাকবে, তারপর নির্বাচনে জনগণ ভোট না দিলে ক্ষমতা ছেড়ে চলে যাবে।

#

কামরুল/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মোশারফ/লিখন/২০২৩/১৬৪৪ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭১৬

**তৃণমূল পর্যায়ে চৌকস খেলোয়াড় তৈরি ও তাদের জাতীয় পর্যায়ে**

**উঠে আসার সুযোগ তৈরি করেছে বর্তমান সরকার**

**-গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ময়মনসিংহ, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :

গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরিফ আহমেদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে দেশের তৃণমুল পর্যায়ে চৌকস খেলোয়াড় তৈরি ও তাদের জাতীয় পর্যায়ে উঠে আসার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

আজ ময়মনসিংহ বিভাগীয় প্রশাসন কর্তৃক সার্কিট হাউজ মাঠে বিভাগীয় পর্যায়ে শেখ কামাল আন্তঃস্কুল ও মাদ্রাসা এথলেটিক্স প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, অতীতে জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দল গঠনে যোগ্যতার চেয়ে দলীয়করণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ফলে মানসম্মত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা থেকে দর্শক বঞ্চিত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাফল্য অর্জন থেকে জাতি হয়েছে বঞ্চিত।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার খেলোয়াড় বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও যোগ্যতাকে একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করায় দেশের ক্রীড়াঙ্গনে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে।

স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আয়োজনের ফলে খেলাধুলার চর্চা বেড়েছে। এতে তৃণমূল পর্যায়ে চৌকস খেলোয়াড় তৈরি ও তাদের জাতীয় পর্যায়ে উঠে আসার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া জগতে বাংলাদেশের অবস্থান আগের চেয়ে শক্ত হয়েছে।

বিভাগীয় কমিশনার শফিকুর রেজা বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ময়মনসিংহ রেঞ্জ ডিআইজি দেবদাস ভট্টাচার্য, জেলা প্রশাসক মোঃ মোস্তাফিজার রহমানসহ জেলা ও বিভাগীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিযোগিতায় ময়মনসিংহ বিভাগের প্রত্যেক জেলা থেকে একটি করে দল এবং ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন থেকে একটি পৃথক দল অংশগ্রহণ করে।

#

রেজাউল/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৮৫০ণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭১৫

**বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চায় বিশেষ অবদান রাখছে**

**-- আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

বরিশাল, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, দক্ষিণাঞ্চালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চায় বিশেষ অবদান রাখছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীগণ   
দেশ-বিদেশে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশাল জেলার কর্ণকাঠীতে ‍‘বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় দিবস-২০২৩’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ ছাদেকুল আরেফিনের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সেরনিয়াবাত সাদেক আবদুল্লাহ্ ।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চার সমান সুযোগ নিশ্চিত করেছে। সুষম শিক্ষাদান কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অগ্রগতিকে বিকশিত করা সম্ভব। তিনি আরো বলেন, দেশকে এগিয়ে নিতে ও নতুন প্রজন্মের মেধা, মনন ও সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে শিক্ষা হচ্ছে অন্যতম নিয়ামক শক্তি।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক উন্নয়ন প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব প্রকল্প কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে ও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাইলফলক হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

#

আহসান/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মোশারফ/লিখন/২০২৩/১৬৪৪ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭১৪

**অবকাঠামো শেয়ারিং মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করবে**

**--- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতে মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করতে হবে। এই লক্ষ্যে মোবাইল অপারেটর ও এনটিটিএনসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অবকাঠামো শেয়ারিং জরুরি। অবকাঠামো শেয়ারিং মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করবে। আমরা যদি যৌথভাবে অবকাঠামো ব্যবহার করতে পারি তাহলে বিদ্যুৎ ও অন্যান্য শক্তির সঠিক ব্যবহার হবে এবং সকল এলাকায় সকল অপারেটর সেবা প্রদানে সক্ষম হবে। মন্ত্রী অবকাঠামো উন্নয়নকারীদেরকে সম্মিলিতভাবে টেলিকম নেটওয়ার্ক উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ সচিবালয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে যৌথভাবে টেলিকম অবকাঠামো ব্যবহারের লক্ষ্যে টেলিটক, বাংলালিংক এবং সামিট টাওয়ার্স লিমিটেডের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যকালে এ আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব আবু হেনা মোরশেদ জামান, টেলিটক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে এম হাবিবুর রহমান, বাংলালিংক-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এরিক অস এবং সামিট টাওয়ার্স লিমিটেড-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আরিফ আল ইসলাম বক্তৃতা করেন।

মন্ত্রী দেশে টেলিযোগাযোগ খাতের রূপান্তরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৯ বছরের গৃহীত কর্মসূচি তুলে ধরে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে চারটি মোবাইল অপারেটরকে দেশে মোবাইল সেবার অনুমোদন দিয়ে মোবাইল ফোন সাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেন। ভিস্যাটের মাধ্যমে ইন্টারনেট প্রবর্তন এবং কম্পিউটারের ওপর থেকে ভ্যাট ট্যাক্স প্রত্যাহার করে ডিজিটাল প্রযুক্তি খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা তাঁর হাত ধরেই শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক আইটিইউ এবং ইউপিইউ এর সদস্যপদ অর্জন এবং ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে দেশে ইন্টারনেট বিপ্লব বা তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের সূচনা করেছেন উল্লেখ করে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশের এই অগ্রদূত বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারাবাহিকতায় টেলিকম এখন বড় হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। এক সময়ে আমরা এসএমএস পাঠিয়ে খুশি হতাম কিন্তু এখন ফোরজি নেটওয়ার্ক যথেষ্ট মনে হয় না। ভয়েস কলের প্রাধান্য এখন আর নাই এটা ডাটা নির্ভর কলে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই রূপান্তরের জন্য বড় হাতিয়ার হচ্ছে অবকাঠামো। চার অপারেটরকে চারটি টাওয়ারে যুক্ত করার পরিবর্তে একটি টাওয়ারে চার অপারেটরকে যুক্ত করতে পারলে ব্যবহারকারীরা যেমন উপকৃত হবে তেমনি বিনিয়োগও কমে আসবে। ফলে অপারেটররাও লাভবান হবে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,সামনের দিনে ফাইভজিতে রূপান্তরের সময় অনেক বেশি অবকাঠামোর দরকার হবে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক অপারেটরদের জন্য আলাদা আলাদা অবকাঠামো করা অনেক বেশি কঠিন হবে। যৌথভাবে টেলিকম অবকাঠামো ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলালিংক, টেলিটক এবং সামিট টাওয়ার্স লিমিটেডের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মন্ত্রী অন্য অপারেটরসমূহ অনুরূপভাবে এগিয়ে আসবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

#

শেফায়েত/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/১৭৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭১৩

**কায়রোতে বাংলাদেশ দূতাবাসে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত**

মিশর, ২২ ফেব্রুয়ারি :

কায়রোস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৩ উদ্যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে দূতাবাসে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কর্মসূচির মধ্যে গতকাল সকাল সাড়ে নয়টায় দূতাবাসের কর্মকর্তা কর্মচারীসহ প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত এবং দূতাবাসে নির্মিত অস্থায়ী শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এরপর পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত, ভাষা শহিদদের রুহের মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। অতঃপর অমর ভাষা শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রেরিত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শুনানো হয়।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৩ উদ্যাপনের অংশ হিসেবে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় দূতাবাস প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা ও একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মিসরস্থ বাংলাদেশ স্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশনের সভাপতি, প্রবাসী বাংলাদেশি ছাত্র-ছাত্রী, দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, বাংলাদেশি উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীবৃন্দ। সমাপনী বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত মনিরুল ইসলাম মহান শহিদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ইতিহাস ও তাৎপর্যের ওপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বক্তব্যের শুরুতেই ভাষা শহিদ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি আরো বলেন, বাংলা ভাষার জন্য বাঙালিদের আত্মত্যাগ আজ বিশ^বাসীর কাছে স্বীকৃত ও সম্মানিত হয়েছে। যার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ১৯৯৯ সালে ইউনেসকো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে পৃথিবীর প্রত্যেকটি মাতৃভাষাকে সম্মানিত করা হয়েছে। তিনি তাঁর বক্তৃতায় একুশের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে একটি মর্যাদাশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে গড়ার কাজে প্রত্যেককে তার নিজ নিজ অবস্থান থেকে সর্বাত্মক আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান।

সাংস্কৃতিক পর্বে বাংলাদেশি ছাত্র-ছাত্রী, প্রবাসী নাগরিক, দূতাবাসের কর্মকর্তা এবং শিশু-কিশোরগণ দেশাত্মবোধক গান, কবিতা, অভিনয় ও স্মৃতিচারণা উপস্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানে কায়রোর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত বাংলাদেশি অধ্যাপক, শিক্ষার্থী, কর্মজীবী এবং বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত পেশাজীবীরা উপস্থিত ছিলেন।

#

বাংলাদেশ দূতাবাস, কায়রো/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৭১২

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৪৫ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৫৫৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৫ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৪২৩ জন।

**#**

সুলতানা/এনায়েত/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৬৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭১১

**প্লাস্টিক বর্জ্য পুনর্ব্যবহারে জোর দিতে হবে**

**...শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্লাস্টিকের ব্যবহার লক্ষণীয়। টুথব্রাস থেকে শুরু করে জীবন রক্ষাকারী ঔষধের মোড়কেও প্লাস্টিকের ব্যবহার রয়েছে। বলা যায় আধুনিক জীবনের সাথে প্লাস্টিক জড়িয়ে রয়েছে। দিন দিন প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি প্লাস্টিক বর্জ্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা আমাদের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। এ ক্ষেত্রে পরিবেশের ওপর প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাব কমিয়ে আনতে প্লাস্টিক বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থাৎ রাসায়নিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করা জিনিসকে আবার ব্যবহার উপযোগী করে তোলার ওপর জোর দিতে হবে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোডে অবস্থিত আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় ১৫তম আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক মেলা-২০২৩ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে সামগ্রিক প্লাস্টিক রপ্তানি (প্রচ্ছন্ন ও সরাসরি) ছিল প্রায় ১০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমানে সামগ্রিক প্লাস্টিক রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ১ দশমিক ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাছাকাছি। বাংলাদেশে প্লাস্টিক শিল্প লিংকেজ শিল্প হিসাবে অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখছে। প্লাস্টিক শিল্প খাত রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ও প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্লাস্টিক সেক্টরে কমপ্ল্যায়েন্স ফ্যাক্টরি গড়ে তোলার জন্য বিসিক কেমিক্যাল পল্লীতে ৯০ একর জমিতে প্লাস্টিক জোন স্থাপন করা হচ্ছে এবং তারই পার্শ্বে ১৫৫ একর জমিতে বিসিক শিল্পনগরী গড়ে তোলা হচ্ছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে প্লাস্টিক পলিব্যাগ, হ্যাঙ্গার ও শপিং ব্যাগ, খেলনা (স্বল্প পরিসরে) সামগ্রী রপ্তানি হচ্ছে। রপ্তানির জন্য এ খাতে সংযোজিত হতে পারে প্লাস্টিক টয়েজ ও ক্রোকারিজ আইটেম। রপ্তানি বৃদ্ধিতে সরকারের নীতিগত সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে। তিনি এ সেক্টরের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের বর্তমান বাজার পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে পণ্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে নতুন নতুন উন্নত মানের পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশন (বিপিজিএমইএ) এর প্রেসিডেন্ট শামীম আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ, এফবিসিসিআই’র প্রেসিডেন্ট মোঃ জসিম উদ্দিন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ মনসুরুল আলম, বাংলাদেশে UNIDO এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্ট্রেটিভ জাকি উজ জামান, ইয়র্কার্স ট্রেড এন্ড মার্কেটিং সার্ভিসেস কোং লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট জুডি ওয়াং (Judy Wang) প্রমুখ।

উল্লেখ্য বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশন (বিপিজিএমইএ) এর উদ্যোগে চার দিনব্যাপী আয়োজিত এ মেলা ২২-২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

#

মাহমুদুল/পাশা/এনায়েত/মোশারফ/সঞ্জীব/লিখন/২০২৩/১৬৪৪ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭১০

**ভাষা ও সংস্কৃতি বিকৃতিকারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকুন**

**--তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, যারা ভাষার বিকৃতি ঘটায়, সংস্কৃতিকে বদলে দিতে চায়, সেই অপশক্তি এবং সেই অপশক্তির পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকা দরকার।

আজ রাজধানীর তোপখানা রোডে জাতীয় প্রেসক্লাবে নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতি আয়োজিত দুই দিনব্যাপী ‘জাতীয় সাহিত্য উৎসব-২০২৩’ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ কথা বলেন। বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী এবং আয়োজক সংগঠনের সভাপতি গোলাম দস্তগীর গাজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন। ফিতা কেটে উৎসব উদ্বোধনের পর এ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকাটি প্রধান অতিথির হাতে তুলে দেন আয়োজকরা।

ড. হাছান বলেন, ‘দুঃখজনক হলেও সত্য যারা আরবি হরফে বাংলা লেখা প্রচলন করে ভাষার তথাকথিত ইসলামিকরণের চেষ্টা করেছিল, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গান পূর্ব-বাঙলায় নিষিদ্ধ করেছিল, হিংস্র থাবা দিয়ে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেড়ে নিতে, বদলে দিতে চেয়েছিল, স্বাধীনতার ৫২তম বছরেও যারা বাঙালি না বাংলাদেশি সেটি নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকে, তাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে বিএনপি। বিএনপির ছায়াতলে থেকে এইসব গোষ্ঠী ক্ষণে ক্ষণে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে, বাংলা ভাষার নানা বিষয় নিয়ে অবান্তর-অহেতুক প্রশ্ন তুলে দেশের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াতে চায়। এদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।’

বাংলা বিশ্বময় একটি গর্বিত ভাষা উল্লেখ করে সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘আজকে মহান ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বিশ্বময় পালিত হয়। সমগ্র পৃথিবীতে ৩৫ কোটি মানুষ বাংলায় কথা বলে এবং সংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীতে ষষ্ঠ ভাষা। আমাদের লক্ষ্য জাতিসংঘে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করা। সেই লক্ষ্য, সেই স্বপ্ন নিয়ে আমরা কাজ করছি।’

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনুষ্ঠানে আগত সাহিত্যিকদের স্বাগত জানিয়ে হাছান মাহমুদ বলেন, ভৌগোলিক পার্থক্য আমাদের দু’দেশের বাঙালিদের আত্মার বন্ধনকে পৃথক করতে পারেনি। আমরা একই পাখির কলতান শুনি, একই নদীর জলধারায় সিক্ত হই, একই ভাষায় কথা বলি। মহান ২১ ফেব্রুয়ারির প্রতি ভারতের বাঙালিদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা দেখে আমি অভিভূত। ভাষা শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কলকাতাতেও নানা অনুষ্ঠানমালা হয়েছে।'

মন্ত্রী বলেন, 'আমরা বাঙালিরা অনেক জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় অনেক মেধাবী। ইউরোপের বাইরে প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গাছের যে প্রাণ আছে এটি প্রথম আবিস্কার করেন স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু। শিকাগোর সিয়ার্স টাওয়ারের স্থপতি বাঙালি ড. এফ আর খান। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে যতজন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তার একটি বড় অংশ বাঙালি। অর্থাৎ বাঙালিরা মেধার স্বাক্ষর যুগে যুগে রেখেছে, এই ধারা অব্যাহত থাকুক এটিই আমাদের কামনা।’

অনুষ্ঠানের সভাপতি বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী বলেন, ‘আমার নিজ জেলা নারায়ণগঞ্জের সমিতি বাংলাদেশ ও ভারতের প্রতিনিধিদের নিয়ে জাতীয় সাহিত্য উৎসব আয়োজন করতে পেরেছে এ জন্য আমি গর্বিত। দু’দেশের সাহিত্যিকদের নিয়ে সূচিত এই উৎসব প্রতি বছর আমরা করতে চাই।’

নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক কেএমএ হানিফ হৃদয়ের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের আহম্মদ মীর আকরাম, শাকিরা নোভা, ভারতের নন্দিনী লাহা, শ্যামল মজুমদার প্রমুখ আবৃত্তি পরিবেশন করেন। এ সময় বক্তব্য রাখেন কবি আসলাম সানী ও ভারতীয় সাহিত্যিক দিলীপ রায়। দুই দিনব্যাপী উৎসবে দু'দেশের সহস্রাধিক কবি ও আবৃত্তিকার অংশ নিচ্ছেন।

#

আকরাম/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৬৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭০৯

**বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর ১৭টি বিদেশি আগ্রাসী উদ্ভিদ চিহ্নিত করা হয়েছে**

**-পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, বন অধিদপ্তরের টেকসই বন ও জীবিকা প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর ১৭টি বিদেশি আগ্রাসী উদ্ভিদ প্রজাতিকে চিহ্নিত করেছে, যার মধ্যে ৭টি হচ্ছে প্রধান। এ কর্মসূচির আওতায় দেশের পাঁচটি রক্ষিত এলাকা যথা হিমছড়ি, কাপ্তাই ও মধুপুর জাতীয় উদ্যান এবং রেমা-কালেঙ্গা ও সুন্দরবন পূর্ব বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এর চিহ্নিত ভিনদেশি আগ্রাসী উদ্ভিদ প্রজাতিগুলোকে সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য ৫টি কৌশলগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ব্যবস্থাপনা কৌঁশল জাতীয় বন ও বনজসম্পদ সংরক্ষণে এবং আমাদের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বর্পূণ ভূমিকা রাখবে।

আজ ঢাকায় বন অধিদপ্তরে আয়োজিত 'ডেভেলপিং বাংলাদেশ ন্যাশনাল রেড লিস্ট অফ প্লান্টস এন্ড ডেভেলপিং ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাটেজি অব এলিয়েন স্পিসিজ অব প্লান্টস ইন সিলেক্টেড প্রোটেক্টেড এরিয়াস' শীর্ষক কর্মসূচির চূড়ান্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ডক্টর ফারহিনা আহমেদ এবং অতিরিক্ত সচিব ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের পরিচালক সঞ্জয় কুমার ভৌমিক।

পরিবেশমন্ত্রী বলেন, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ও আইইউসিএন এর সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন এ কার্যক্রমের ফলে পরিবেশগত, অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব স্থাপনকারী প্রজাতির বিপণন ও বাণিজ্য প্রতিরোধ, বাস্তুতন্ত্র থেকে এদের নির্মূল এবং বিস্তার রোধের মাধ্যমে এ সকল ভিনদেশি আগ্রাসী উদ্ভিদসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। তাছাড়া, প্রাথমিক সনাক্তকরণ, আমদানিকৃত উদ্ভিদ প্রজাতির জন্য স্ক্রিনিং এবং কোয়ারেন্টাইন পদ্ধতির মতো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অর্ন্তভুক্ত করা সহজ হবে।

কর্মশালায় অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ কামাল হোসেন হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান, কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান, মধুপুর জাতীয় উদ্যান, রেমা- কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এবং সুন্দরবন পূর্ব বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এর জন্য প্রণয়নকৃত ৫টি কৌশলগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার চূড়ান্ত ফলাফল উপস্থাপন করেন। কর্মশালায় বন বিভাগের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা এবং এ বিষয়ে দেশের গবেষক ও বিশেষজ্ঞগণ বক্তব্য রাখেন।

#

দীপংকর/মেহেদী/রবি/মাহমুদা/ইমা/২০২৩/১৫১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭০৮

**ইসলামাবাদে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত**

ইসলামাবাদ, ২২ ফেব্রুয়ারি :

পাকিস্তানের ইসলামাবাদে বাংলাদেশ হাইকমিশনের উদ্যোগে যথাযথ মর্যাদা ও ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে।

সকালে দূতাবাস প্রাঙ্গণে হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের কালোব্যাজ ধারণ, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করে উত্তোলন, অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ, এক মিনিট নিরবতা পালন, বাণীপাঠ, আলোচনা, বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন বিষয়ক ভিডিওচিত্র প্রদর্শন এবং বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করেন পাকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোঃ রুহুল আলম সিদ্দিকী। দিবসটি উপলক্ষ্যে ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে দূতালয় প্রাঙ্গণে একটি অস্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়। হাইকমিশনার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারি এবং শিশুদের সাথে নিয়ে শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ করে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

পরে সন্ধ্যায় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ওপর নির্মিত একটি প্রামাণ্য ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শিশুরা ভাষা শহীদদের স্মরণে কবিতা আবৃত্তি, গান এবং নৃত্য পরিবেশন করে ।

#

মেহেদী/রবি/মাহমুদা/ইমা/২০২৩/১৩২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭০৭

**জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন**

নিউইয়র্ক, ২২ ফেব্রুয়ারি :

জাতিসংঘ সদর দপ্তরে টানা ৭ম বারের মত যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের যৌথ অংশীদারিত্বে দিবসের আয়োজন করে ডেনমার্ক, গুয়াতেমালা, হাঙ্গেরি, ভারত, মরক্কো ও পূর্ব তিমুর। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনের সভাপতি সাবা কোরেশি (Csaba Kőrösi)।

বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও জাতিসংঘের ছয়টি দাপ্তরিক ভাষায় গোটা অনুষ্ঠানটি অনুবাদের ব্যবস্থা রাখা হয়। নিউইয়র্ক ভিত্তিক সাংস্কৃতিক সংগঠন শ্রী চিন্ময় কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের থিম সংগীত ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি’ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। এরপর ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে মাতৃভাষা বাংলার অধিকার আদায়ে জীবন উৎসর্গকারী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানটির আলোচনা পর্বে সকল সহযোগী দেশগুলোর স্থায়ী প্রতিনিধিগণ, জাতিসংঘের জেনারেল এসেম্বলি ও কনফারেন্স ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল, নীতি বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল, ইউনেস্কো নিউইয়র্ক অফিসের প্রতিনিধি এবং নিউইয়র্ক শহরের মেয়রের প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। এছাড়া, স্প্যানিশ ভাষাভাষী ফ্রেন্ডস্‌ গ্রুপের পক্ষ থেকে জাতিসংঘে নিযুক্ত কিউবার উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি এবং ভাষা বিষয়ক এনজিও কমিটির সভাপতি বক্তব্য রাখেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা শহীদগণ এবং ভাষা আন্দোলনের পথিকৃত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই জাতির পিতার নেতৃত্বে শুরু হয় বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রাম, যার চূড়ান্ত পরিণতি পায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয়ের মাধ্যমে।

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি, অন্যান্য কূটনীতিক, জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপস্থিতিতে মুখর ছিল অনুষ্ঠানটি। জাতিসংঘ ওয়েবটিভিতে অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের আগে সকালে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনের আয়োজন করা হয়। রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধির নেতৃত্বে মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ মিশনে স্থাপিত অস্থায়ী শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানটিতে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। সবশেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যবৃন্দের এবং মহান একুশের ভাষা শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।

#

মেহেদী/রবি/মাহমুদা/মাসুম/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭০৬

**নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন**

নিউইয়র্ক, ২২ ফেব্রুয়ারি :

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে যথাযোগ্য মর্যাদায়মহান শহীদ দিবস ওআন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ উদযাপন করা হয়েছে। নিউইয়র্ক স্টেটের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সিনেটর ও এসেম্বলি মেম্বর, নিউিইয়র্ক মেয়র অফিসের কমিশনার, বিভিন্ন দেশের কনসাল জেনারেল ও বিদেশি কূটনীতিকগণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এসময় বিদেশি অতিথিদের পাশাপাশি বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং বাংলাদেশ কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। একুশের প্রথম প্রহরে কনস্যুলেটে স্থাপিত অস্থায়ী শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির প্রথম পর্ব শুরু হয়।

দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য ও প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য রাখেন কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম।

আরো বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন ল্যু, সিনেটর জেসিকা র‌ামোস, এসেম্বলীম্যান ডেভিড উইপ্রিন, কাউন্সিল মেম্বর শাহানা হানিফ ও মেয়র অফিসের ইমিগ্রেশন বিষয়ক কমিশনার ম্যানুয়েল ক্যাস্ট্রো এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপ-কমিশনার দিলিপ চৌহান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়া,ভারত,কাজাখস্তান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, গায়ানা, নেপাল, সিঙ্গাপুর, পোল্যান্ড ও সার্বিয়ার কূটনীতিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে একটি প্রামান্য চিত্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অমর একুশের কালজয়ী গানের ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। বাংলাদেশ, কাজাখস্তান ও পেরুর শিল্পীদের পরিবেশনায় একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হয় যা দর্শকদের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়।

#

মেহেদী/রবি/মাহমুদা/ইমা/২০২৩/১১২০ ঘণ্টা

Handout Number : 705

**Prime Minister’s Message on the occasion of BASIS SoftExpo**

Dhaka, 22 February :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following Message on the occasion of BASIS SoftExpo-2023:

“I am happy to know that Bangladesh Association of Software and Information Services (BASIS) is organizing 'BASIS SoftExpo-2023' on 23-26 February in Dhaka.

The Awami League government has relentlessly been working to turn Bangladesh into a prosperous-developed country by 2041. In the last 14 years our government has transformed the country into a Digital Bangladesh by making information technology accessible to all, including the marginal people, through efficient, service-oriented and ICT- friendly services. Now we have put emphasis to transform the country from 'Digital Bangladesh' to 'Smart Bangladesh' by 2041. Now we are working for the development of advanced technologies like Artificial Intelligence, Robotics, Big Data, Block Chain, loT and machine learning to meet the future challenges including the 4th Industrial Revolution. We are working towards creating a smart future generation by utilizing digital facilities. There is no alternative to building a Smart Bangladesh for sustainable development of the state in future.

Our government is working to successfully implement the four foundations of building 'Smart Bangladesh'. These are: Smart Citizens, Smart Economy, Smart Government, and Smart Society. In Smart Bangladesh, everything will rely on technology; citizens will be skilled in using technology and the entire economy will be managed by technology. Due to our government's various initiatives, Bangladesh has emerged as a Role Model of socio-economic development in the world.

Technology in the world today is developing at a very fast pace and people from different fields are making many additions to it. I believe that the domestic software organizations of our country can make their identity at international level through the BASIS SoftExpo which is the annual mega exposition and the largest showcase of IT and ITeS products and services of the country's private sector.

I hope, the SoftExpo will create an opportunity to get familiarized with newer products and services, and provide a platform to establish network with the local, regional and global leaders and experts of software and IT industries.

I wish the 'BASIS SoftExpo-2023' a grand success.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever.”

#

Emrul/Mehedi/ Rabindra/Mahamuda/Masum/2023/1330 hours

Handout Number : 704

**President’s Message on the occasion of BASIS SoftExpo**

Dhaka, 22 February :

President Md. Abdul Hamid has given the following Message on the occasion of the BASIS SoftExpo 2023 :

“I welcome the initiative of Bangladesh Association of Software and Information Services (BASIS) to organize its annual software exposition ‘BASIS SoftExpo 2023’ on 23-26 February in Dhaka.

In line with the goal of ‘Vission-41’ Bangladesh under the prudent leadership of Prime Minister Sheikh Hasina is thriving to build an advance, prosperous and ‘Smart Bangladesh’. Information Technology (IT) has a pivotal role in materializing the goals of Smart Bangladesh equipped with digital technologies. In this context Government has taken various initiatives including establishment of Hi-tech Parks and Software Technology Parks at Divisional and District levels. Facility IDC, a tier 3, PCI-DSS certified internet data centre (IDC) has recently been launched at the Bangabandhu Hi-Tech City in Kaliakoir of Gazipur and Sheikh Hasina Software Technology Park, Jessore are operating on in full swing. Besides, Janata tower Software Technology Park is functioning efficiently. Ensuring connectivity, e-governance and strengthening the domestic IT industry are the focus of these activities. I hope this exposition will play a vital role in sharing the Bangladesh's experience with the global ICT leaders, promoters, policy makers and thinks-tanks.

The ‘BASIS SoftExpo 2023’ can be an important platform for showcasing the initiatives, accomplishment and achievements and innovations of IT sectors of Bangladesh. I hope the SoftExpo will create enormous opportunities in expanding IT sectors in Bangladesh

I wish the ‘BASIS SoftExpo 2023’ a grand success.

Joi Bangla.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.”

#

Hasan/Mehedi/Robi/Asma/2023/1330 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭০৩

**মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী শহিদ মিনার উদ্বোধন**

লস এঞ্জেলেস, ২২ ফেব্রুয়ারি :

ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের পেরিস সিটিতে স্থায়ী শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছে। মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বাংলাদেশের কেন্দ্রিয় শহিদ মিনারের আদলে নির্মিত স্থায়ী শহিদ মিনারটি উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে ভাষা আন্দোলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ অন্যান্য ভাষা শহিদদের অবদানের ইতিহাস তুলে ধরেন। যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের নকশাতে এ শহিদ মিনার নির্মাণে সহযোগিতার জন্য তিনি সিটি মেয়রকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। প্রবাসী বাংলাদেশী যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পেরিস সিটিতে এমন একটি স্থাপত্য নির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে তাদের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাঁদের এ উদ্যোগ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের প্রতিটি শহরের জন্য অনুকরণীয় হয়ে উঠবে বলে মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী লস এঞ্জেলেস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, সিটি লাইব্রেরি ও IMLDC উদ্যোগে শহিদ মিনারের পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রিয় পাঠাগারে ‘বাংলাদেশ কর্নার’ উদ্বোধন করেন।

#

মেহেদী/রবি/মাহমুদা/মাসুম/২০২৩/১৩১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭০২

**খেলাধুলার উন্নয়নে সরকার পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে**

**-শিল্পমন্ত্রী**

শিবপুর (নরসিংদী), ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি):

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন বলেছেন, খেলাধুলা করলে শরীর মন ভালো থাকে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছেলেমেয়েদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। এজন্য দেশব্যাপী খেলাধুলার উন্নয়নে বর্তমান সরকার প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে।

গতকাল নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলার দুলালপুর ইউনিয়নের লাখপুর শিমুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত মরহুম সুবেদার মেজর (অব:) মনসুর আহমেদ স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট এর ফাইনাল খেলা উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, তরুণদের মধ্যে খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চার বিকাশ ঘটাতে হবে। এলক্ষ্যে দেশের ৮টি বিভাগে বিকেএসপি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। জেলাগুলোতে স্টেডিয়ামের পাশাপাশি উপজেলাগুলোতে মিনি স্টেডিয়াম তৈরি করা হচ্ছে। জাতীয় দলগুলোর জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও প্রতিযেগিতার আয়োজন করাসহ দেশি-বিদেশি বরেণ্য কোচ নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। আগামী দিনগুলোতে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশ আরো ভালো করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

লাখপুর শিমুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল বাতেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিবপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ্ব জহিরুল হক ভূঁইয়া (মোহন), নরসিংদী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জি এম তালেব হোসেন প্রমুখ।

#

মাহমুদুল/মেহেদী/রবি/মাহমুদা/ইমা/২০২৩/১০৫০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭০১

**বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৩ ফেব্রুয়ারি ‘বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)- এর গৌরব ও সাফল্যের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আমি প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞানী, কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন। ফলে শুরু হয় ধানের ওপর আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা। স্বাধীনতার পর পর দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সবুজ বিপ্লবের ডাক দেন। তাঁরই ডাকে সাড়া দিয়ে ব্রির বিজ্ঞানীরা স্বল্প সময়ের মধ্যেই উদ্ভাবন করেন নতুন জাতের ধান বিআর-৩ বা বিপ্লব, যা দেশের খাদ্য উৎপাদনে সত্যিই বিপ্লব নিয়ে আসে। জাতির পিতার নির্দেশিত পথ ধরেই গত পাঁচ দশকে এদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখে চলেছে প্রতিষ্ঠানটি।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যে ৮টি হাইব্রিডসহ মোট ১১১টি উচ্চফলনশীল ধানের জাত ও তিন শতাধিক ধান উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। উদ্ভাবিত জাতগুলোর মধ্যে বন্যা, খরা, জলমগ্নতা, লবণাক্ততা, ঠান্ডা ইত্যাদি প্রতিকূলতা সহিষ্ণু, রোগ প্রতিরোধী, প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, জিঙ্ক, আয়রন ও পুষ্টি-সমৃদ্ধ ধানের জাত উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ‘Rice Vision-2050’ এবং ‘Doubling Rice Productivity by 2030’ শীর্ষক দু'টি কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে। এই কৌশলপত্র আমাদের সরকারের দূরদর্শী নীতি যেমন- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ২০৩০, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১ এবং ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নের জন্য ‘রোড ম্যাপ’ হিসেবে কাজ করবে।

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কৃষি খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কৃষির উন্নয়ন ও কৃষকের কল্যাণে নির্বাচনি ইশতেহার ২০১৮, জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮ এবং অন্যান্য পরিকল্পনা দলিলের আলোকে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ফলে গত পাঁচ দশকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে সৃষ্ট নানাবিধ বৈরী পরিবেশ মোকাবিলা করেও দেশের খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে প্রায় চারগুণ। এরই অংশ হিসেবে ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে। অতীতের খাদ্য ঘাটতির বাংলাদেশ আজ খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রযুক্তিগত দিক থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে কোন অংশেই পিছিয়ে নেই। আমি আশা করি, সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানটি আগামী দিনে ধান গবেষণার ক্ষেত্রে নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরো বেশি সচেষ্ট হবে এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তাকে টেকসই করার মাধ্যমে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ তথা জাতির পিতার আজীবন স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ গড়ে তুলতে আরো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

আমি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

**জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/মেহেদী/রবি/মাহমুদা/মাসুম/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭০০

**বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)’র সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)’র সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে আমি প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমাদের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি কৃষির বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে ধান চাষ। আমাদের প্রধান খাদ্যশস্য ধান বাঙালির প্রাত্যহিক জীবন-জীবিকার পাশাপাশি আমাদের সংস্কৃতির সাথেও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাই ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি মূলত দেশের কৃষির সামগ্রিক উন্নয়ন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে খাদ্যে স্বয়সম্পূর্ণতা অর্জনে সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। জাতির পিতার প্রদর্শিত পথেই সরকারের কৃষিবান্ধব পদক্ষেপ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সরকার কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে কৃষককে আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ সঠিক সময়ে সার-বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করছে। ফলশ্রুতিতে বর্তমানে চাল উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে।

ধান উৎপাদনে ব্যাপক সাফল্য সত্ত্বেও দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি জমি হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নানা কারণে বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ব্রি’র বিজ্ঞানীদের নিরলস গবেষণায় এ পর্যন্ত ৮টি হাইব্রিড জাতসহ বন্যা, খরা, জলমগ্নতা, লবণাক্ততা ও ঠান্ডা ইত্যাদি প্রতিকূলতা সহনশীল মোট ১১১টি উচ্চফলনশীল ধানের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে যা প্রশংসার দাবিদার। ব্রি’র উদ্ভাবনসমূহ প্রান্তিক পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আমি আশা করি, কৃষিখাতে সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে ধান গবেষণার আধুনিকীকরণ, প্রতিকূলতাসহিষ্ণু ও পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চফলনশীল নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণে কৃষক, কৃষি বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণবিদ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

আমি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/মেহেদী/রবি/মাহমুদা/ আসমা/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা